Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ 216020189


২ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ 216020189

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান , আইডিঃ 216020189 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "যে কারণে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ইসরাত জাহান

(স্বাক্ষর)

**ইসরাত জাহান**

আইডিঃ 216020189

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২ জুন , ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ .....5

তাওহিদ ও একত্ববাদ: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসঃ .....6

তাওহিদের গুরুত্বঃ.....8

ইসলাম: পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাঃ .....10

কোরআনের আলোকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ:.....14

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতাঃ.....19

ইসলাম ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ .....22

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়ঃ.....26

ইহুদি ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়: .....29

যে কারণে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়ঃ.....32

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়ঃ.....34

# ভূমিকাঃ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম। যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম কামনা করবে, তার থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত "

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম যা আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত এবং পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রেরিত।ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব কেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন ও হাদিসের তথ্য, এবং অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব।

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো তাওহিদ বা একত্ববাদ, যা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।এই সরল এবং পরিষ্কার বিশ্বাস, যা অন্যান্য ধর্মে নেই, ইসলামকে একটি অনন্য অবস্থানে নিয়ে যায়। কুরআনের পাঠে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা বিকৃতি হয়নি, যা অন্য ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়। অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো বিকৃত এবং পরিবর্তিত হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষাগুলো কেবল আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রদান করে।এই গবেষণা প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা ইসলামের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিশ্লেষণ করব এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করব কেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

# তাওহিদ ও একত্ববাদ: ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসঃ

তাওহিদ বা একত্ববাদ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং ভিত্তি। এটি আল্লাহর একত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং একমাত্র তাঁর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়। এটি ইসলামিক বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু যা অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের থেকে ইসলামকে আলাদা এবং বিশেষ করে তোলে। এই ধারণাটি শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বকে মেনে নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানবজীবনের প্রতিটি দিকের সাথে সম্পর্কিত।

**তাওহিদের সংজ্ঞা**

তাওহিদ একটি আরবি শব্দ যা "একত্ব" বা "এককত্ব" বোঝায়। এটি আল্লাহর একত্বের উপর বিশ্বাসকে নির্দেশ করে এবং আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন না করার শিক্ষা দেয়।

তাওহিদকে সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়:

**তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ (আল্লাহর প্রভুত্বে একত্ব):**

এটি বিশ্বাস করা যে আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী।

**আল্লাহ বলেন,**

**"আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি সর্বকিছুর উপর কর্মবিধায়ক।"**

**(সূরা আয-যুমার ৩৯:৬২)**

**তাওহিদ আল-উলুহিয়্যাহ (আল্লাহর ইবাদতে একত্ব):**

এটি বিশ্বাস করা যে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে এবং তাঁর সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন করা যাবে না।

**আল্লাহ বলেন,**

**"বল, তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ সবকিছু থেকে স্বাধীন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"**

**(সূরা আল-ইখলাস ১১২:১-৪)**

**তাওহিদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে একত্ব):**

এটি বিশ্বাস করা যে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ এবং তাঁর গুণাবলীর মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই এবং তিনি সবকিছু থেকে পৃথক।

**"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সর্বাপেক্ষা প্রতিপালক। তাঁর কোন নিদ্রা বা তন্দ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর।"**

**(সূরা আল-বাকারা ২:২৫৫)**

# তাওহিদের গুরুত্বঃ

তাওহিদ ইসলামের প্রতিটি দিকের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব রয়েছে:

**ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ:**

তাওহিদ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার উপর জোর দেয় এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে সমান করার যে কোনো প্রচেষ্টাকে শিরক বা অংশীদারিত্ব হিসেবে গণ্য করে।শিরক ইসলামে সবচেয়ে গুরুতর পাপ এবং এটি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**আল্লাহ বলেন,**

**"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা ক্ষমা করবেন না, কিন্তু তিনি ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা তার নীচে থাকা (অন্য) পাপসমূহ।"**

**(সূরা আন-নিসা ৪:১১৬)**

**নৈতিক দৃষ্টিকোণ:**

তাওহিদ একজন মুসলমানের নৈতিক আচরণের ভিত্তি। এটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনকে উৎসাহিত করে।

**"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত।"**

**(সূরা আল-কাহফ ১৮:১০৭)**

**সামাজিক দৃষ্টিকোণ:**

তাওহিদ সমাজে সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, কারণ এটি সবাইকে একক স্রষ্টার অধীনস্থ করে এবং মানবজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বোধ সৃষ্টি করে।

**"হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি।"**

**(সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩)**

তাওহিদ ইসলামের মূল এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে ইসলামকে আলাদা করে। এটি শুধুমাত্র আল্লাহর একত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানবজীবনের প্রতিটি দিকের সাথে সংযুক্ত। তাওহিদের মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করে। এটি তাকে শিরক থেকে দূরে রাখে এবং ইসলামের সঠিক পথে চলতে সহায়তা করে।তাওহিদ একজন মুসলিমের জীবনকে অর্থপূর্ণ এবং সুসংবদ্ধ করে তোলে। এটি আধ্যাত্মিক শান্তি এবং নৈতিক শুদ্ধতার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি সরবরাহ করে। তাওহিদের মাধ্যমে একজন মুসলিম জান্নাতের পথে চলার প্রেরণা পায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।

# ইসলাম: পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের জীবনযাত্রার সব দিককে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ইসলামের শিক্ষা কেবল আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

**১. ব্যক্তিগত জীবন-**

ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধতা, সংযম, এবং নৈতিকতার উপর জোর দেয়। এটি একজন মুসলমানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রেরণা জোগায়।

**১.১ ঈমান বা বিশ্বাস-**

ইসলাম বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্থাপিত। ঈমান হলো আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, তাঁর ফেরেশতাদের, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, কিয়ামতের দিন এবং তাকদির বা পরিণতি বিশ্বাস করা।

**আল্লাহ বলেন,**

**"হে মুমিনগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন।"**

**(সূরা আন-নিসা ৪:১৩৬)**

**১.২ ইবাদত-**

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে: শাহাদাহ (ঈমানের স্বীকৃতি), সালাত (নামাজ), সাওম (রোজা), যাকাত, এবং হজ। এগুলো একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনকে শৃঙ্খলিত এবং অর্থপূর্ণ করে তোলে।

**১.৩ আখলাক বা চরিত্র-**

ইসলাম নৈতিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

**রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।" (সহীহ আল-বুখারি)**

**২. সামাজিক জীবন-**

ইসলাম সামাজিক জীবনে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায়বিচারের উপর গুরুত্ব দেয়। এটি পরিবার, সমাজ এবং জাতি গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

**২.১ পরিবার-**

ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে এবং এর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশ দেয়।

**"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে, কেননা এটি চোখকে হেফাজত করে এবং লজ্জাস্থানকে পবিত্র রাখে।" (সহীহ মুসলিম)**

**২.২ প্রতিবেশী-**

ইসলাম প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দেয়।

**রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করে।" (সহীহ আল-বুখারি)**

**২.৩ সমাজ-**

ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেয়।

**"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং নিকটাত্মীয়দের দানে আদেশ করেন, আর অসচ্চরিত্র, অসৎকর্ম ও বিদ্রোহে নিষেধ করেন।" (সূরা আন-নাহল ১৬:৯০)**

**৩. অর্থনৈতিক জীবন-**

ইসলাম অর্থনৈতিক জীবনে ন্যায়বিচার এবং সুষম বণ্টনের উপর গুরুত্ব দেয়। এটি সুদ, দুর্নীতি, এবং অন্যায়ভাবে সম্পদ আহরণের কঠোর বিরোধিতা করে।

**৩.১ হালাল উপার্জন-**

ইসলাম হালাল এবং হারাম উপার্জনের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয়।

**"হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"**

**(সূরা আন-নিসা ৪:২৯)**

**৩.২ যাকাত-**

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি এবং এটি দারিদ্র্য বিমোচন এবং সম্পদের সুষম বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**"তাদের ধনে আছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।" (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:১৯)**

**৩.৩ সুদ-**

ইসলাম সুদ গ্রহণ এবং প্রদানকে কঠোরভাবে নিষেধ করে।

**"আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং সদকা (দান) কে বর্ধিত করেন।"**

**(সূরা আল-বাকারা ২:২৭৬)**

**৪. রাজনৈতিক জীবন-**

ইসলাম রাজনৈতিক জীবনে ন্যায়বিচার, সততা এবং পরামর্শের উপর গুরুত্ব দেয়। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হলো শরীয়াহ আইনের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হওয়া।

**৪.১ ন্যায়বিচার-**

ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতি ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেয়।

**"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচারের সাক্ষী দেবে।"**

**(সূরা আল-মায়িদা ৫:৮)**

**৪.২ পরামর্শ-**

ইসলাম পরামর্শের উপর ভিত্তি করে শাসন পরিচালনার নির্দেশ দেয়।

**"তাদের কাজের পদ্ধতি হলো পরস্পর পরামর্শ।"**

**(সূরা আশ-শূরা ৪২:৩৮)**

**৫. শিক্ষাগত জীবন-**

ইসলাম শিক্ষার বিস্তার এবং জ্ঞানার্জনের জন্য গবেষণা এবং চিন্তাভাবনা উৎসাহিত করে।

**"তোমরা তাদেরকে বলো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা আয-যুমার ৩৯:৯)**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এটি ব্যক্তি, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করে এবং একটি ন্যায়বিচারপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

## কোরআনের আলোকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ:

**দলিল সহ বিশ্লেষণঃ**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। কোরআন, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ, এই ধর্মের মৌলিক উৎস এবং নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর সঠিক পথ হওয়ার প্রমাণ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

**১. ইসলামের পূর্ণতা ও সম্পূর্ণতাঃ**

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামই চূড়ান্ত এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

**"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।"**

**(সূরা আল-মায়িদা ৫:৩)**

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে ইসলামই চূড়ান্ত ধর্ম এবং এটি মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রদান করে।

**২. কোরআনের অবিকৃততাঃ**

কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা অবিকৃত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে মানুষের হাতে পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু কোরআন আজও একই রূপে আছে।

**"নিশ্চয়ই আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।"**

**(সূরা আল-হিজর ১৫:৯)**

**৩. তাওহিদ ও আল্লাহর একত্ববাদঃ**

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো তাওহিদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। এই সরল ও পরিষ্কার বিশ্বাস অন্য কোনো ধর্মে পাওয়া যায় না।

**"বল, তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ সবকিছু থেকে স্বাধীন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"**

**(সূরা আল-ইখলাস ১১২:১-৪)**

**৪. অন্যান্য নবী ও রাসূলগণের সমর্থনঃ**

কোরআনে উল্লেখিত আছে যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের বার্তা সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ রূপে উপস্থাপন করেছে।

**"তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের মালিক। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁর রাসূল নবী উম্মী মুহাম্মদের প্রতি, যিনি আল্লাহ এবং তাঁর কালিমার প্রতি ঈমান এনেছেন। এবং তাঁকে অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পার।"**

**(সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৫৮)**

**৫. ইসলামের সার্বজনীন আবেদনঃ**

ইসলাম কেবল একটি নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য।

**"আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"**

**(সূরা সাবা ৩৪:২৮)**

**৬. সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ ধর্মঃ**

ইসলাম পূর্ববর্তী ধর্মের শিক্ষা ও বার্তাগুলোকে পরিপূর্ণ করে, এবং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

**"তিনি আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন সত্যসহ, পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদন করে এবং তদসঙ্গে তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে।"**

**(সূরা আল-মায়িদা ৫:৪৮)**

**৭. ইসলামের সহজবোধ্যতা ও সরলতাঃ**

ইসলামের শিক্ষা সহজ এবং পরিষ্কার, যা সবার জন্য বোধগম্য এবং অনুসরণযোগ্য।

**"আল্লাহ কারও উপর তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজের ভার দেন না।"**

**(সূরা আল-বাকারা ২:২৮৬)**

**"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠোরতা চান না।"**

**(সূরা আল-বাকারা ২:১৮৫)**

**৮. পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের দিকনির্দেশনাঃ**

ইসলাম কেবল পারলৌকিক জীবনেই নয়, পার্থিব জীবনেও সফলতা অর্জনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এটি একটি ব্যালেন্সড জীবনধারা অনুসরণের নির্দেশ দেয়।

**"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"**

**(সূরা আল-বাকারা ২:২০১)**

**৯. ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারঃ**

ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এটি সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

**"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং ইনসাফের সাক্ষী হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেই যায়।"**
**(সূরা আন-নিসা ৪:১৩৫)**

**১০. বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতঃ**

কোরআনে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন:

**"আর আমরা আকাশকে রক্ষা করেছি সুসজ্জিত নক্ষত্রাবলী দ্বারা।"**

**(সূরা আল-হিজর ১৫:১৬)**

**"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুক্র থেকে মিশ্রিত বীর্য দ্বারা।"**

**(সূরা আদ-দাহর ৭৬:২)**

এই ধরনের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতগুলি কোরআনের সত্যতা এবং এর মহৎ উৎসের প্রমাণ বহন করে।

**১১. কোরআনের ভাষাগত ও শৈল্পিক শ্রেষ্ঠত্বঃ**

কোরআনের ভাষা এবং শৈল্পিক রূপ অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। এটি মানবজাতির জন্য একটি মহান অলৌকিক প্রমাণ।

**তুমি বল, যদি মানুষ এবং জিন একত্রিত হয়ে এই কোরআনের মত কিছু আনয়ন করতে চায়, তারা তা করতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পরের সহায়ক হয়।" (সূরা আল-ইসরা ১৭:৮৮)**

## বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতাঃ

আধুনিক বিজ্ঞান সম্প্রতি যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছে, তা অনেক আগেই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ।

**১. ভ্রূণতত্ত্বঃ**

কুরআনে ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে যে বিবরণ রয়েছে তা অত্যন্ত নির্ভুল।

**কুরআন, সূরা আল-মুমিনূন (২৩:১২-১৪):**

**"আমি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ স্থানে স্থাপন করেছি। এরপর শুক্রবিন্দুকে একটি জমাট রক্তবিন্দুতে পরিণত করেছি। তারপর সেই জমাট রক্তবিন্দুকে এক টুকরা মাংসে পরিণত করেছি। তারপর সেই মাংস থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। এরপর সেই অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। তারপর তাকে এক নতুন সৃষ্টিতে পরিণত করেছি।"**

এই আয়াতটি ভ্রূণের উন্নয়নের ধাপগুলোর বর্ণনা দেয়, যা আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**২. মহাবিশ্বের বিস্তারঃ**

কুরআনে মহাবিশ্বের বিস্তার সম্পর্কে একটি আয়াত রয়েছে যা বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত মহাবিশ্বের বিস্তারের তত্ত্বের সাথে মিল পাওয়া যায়।

**কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত (৫১:৪৭):**

**"আর আকাশকে আমরা আপন শক্তিতে স্থাপন করেছি এবং অবশ্যই আমরা তা সম্প্রসারণকারী।"**

এই আয়াতটি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা বলে, যা বিজ্ঞানী এডুইন হাবল ১৯২৯ সালে আবিষ্কার করেন।

**৩. পর্বতসমূহের ভূমিকাঃ**

কুরআনে পর্বতসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা ভূতত্ত্ববিদদের মতে পর্বতের ভূমিকার সাথে মিলে যায়।

**কুরআন, সূরা আন-নাবা (৭৮:৬-৭):**

**"আমি কি পৃথিবীকে শয্যা স্বরূপ করিনি? এবং পর্বতসমূহকে খুঁটি স্বরূপ?"**

এই আয়াতে পর্বতসমূহকে খুঁটির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা আধুনিক ভূতত্ত্ব অনুযায়ী পর্বতসমূহের ভূমিকার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**৪. পানির উৎস এবং সঞ্চালনঃ**

কুরআনে বৃষ্টির পানির উৎস এবং সঞ্চালন সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে।

**কুরআন, সূরা আয-যুমার (৩৯:২১):**

**"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তাকে ঝর্ণাসমূহের মাধ্যমে জমিতে পরিচালিত করেন?"**

এই আয়াতে পানি চক্র এবং ভূগর্ভস্থ পানির সঞ্চালনের কথা বলা হয়েছে, যা হাইড্রোলজি বিজ্ঞান অনুযায়ী সঠিক।

**৫. বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিঃ**

কুরআনে বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টির সৃষ্টিতে আল্লাহর ভূমিকার কথা বলা হয়েছে।

**কুরআন, সূরা আর-রূম (৩০:৪৮):**

**"আল্লাহ বায়ুপ্রবাহ প্রেরণ করেন, তারপর তা মেঘমালা সঞ্চিত করে, তারপর তা আকাশে প্রসারিত করেন যেভাবে তিনি চান, এবং তখন তুমি দেখতে পাও যে, বৃষ্টিধারা তাতে উৎপন্ন হয়।"**

এই আয়াতে বৃষ্টির সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় বায়ুর ভূমিকার কথা বলা হয়েছে, যা আধুনিক আবহাওয়াবিজ্ঞান অনুযায়ী সঠিক।

**৬. পানির মধ্যে ভিন্নতাঃ**

কুরআনে দুই প্রকার পানির সংমিশ্রণ না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

**কুরআন, সূরা আর-রহমান (৫৫:১৯-২০):**

**"তিনি দুই প্রবাহমান পানিকে প্রবাহিত করেছেন, যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়। তাদের মধ্যে একটি বিভাজন রয়েছে, তারা নিজেদের সীমা লঙ্ঘন করে না।"**

এই আয়াতটি সামুদ্রিক বিজ্ঞান অনুযায়ী বিভিন্ন ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার কারণে সমুদ্র এবং নদীর পানির মিশ্রণ না হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**৭. সৃষ্টির স্তরঃ**

কুরআনে বলা হয়েছে যে, মানুষকে ধাপে ধাপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

**কুরআন, সূরা নূহ (৭১:১৪):**

**"আর তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন স্তরে।"**

এই আয়াতটি মানুষের ভ্রূণের ধাপগুলির বর্ণনা দেয়, যা আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের সাথে মিলে যায়।

এই আয়াতগুলো কুরআনের বৈজ্ঞানিক গ্রহণযোগ্যতার উদাহরণ ।

## ইসলাম ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

**ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব: হিন্দুধর্মের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ**

ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি আল্লাহর একত্ববাদ এবং কোরআন, যেখানে হিন্দুধর্ম বহুদেবতা ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে।

**১. একত্ববাদ বনাম বহুদেবতাঃ**

ইসলামের প্রধান ভিত্তি হলো তাওহিদ বা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। এটি অত্যন্ত সরল এবং পরিষ্কার ধারণা।

**"বল, তিনিই আল্লাহ, একক।"**

**(সূরা আল-ইখলাস ১১২:১)**

হিন্দুধর্মে বহু দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। বিভিন্ন দেবতা যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি পূজিত হন। এক দেবতা না থাকায়, হিন্দুধর্মে অনেক সময় বিভ্রান্তি এবং বিভক্তি দেখা যায়।

**২. কোরআনের অবিকৃততা বনাম বহুধর্মগ্রন্থঃ**

কোরআন অবিকৃত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত গ্রন্থ।

**"নিশ্চয়ই আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।"**

**(সূরা আল-হিজর ১৫:৯)**

হিন্দুধর্মে অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যেমন বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকবার পরিবর্তন এবং সংশোধন হয়েছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়।

**৩. পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাঃ**

ইসলাম শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

**"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা ৫:৩)**

হিন্দুধর্ম প্রধানত আধ্যাত্মিক এবং দর্শনমূলক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেনি।

**৪. নবী ও রাসূলগণের পরিপূর্ণতাঃ**

ইসলাম বিশ্বাস করে যে, নবী মুহাম্মদ (সা.) চূড়ান্ত রাসূল এবং তাঁর উপর প্রেরিত কোরআন চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ।

**"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে শেষ নবী।"**

**(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৪০)**

হিন্দুধর্মে কোনো নির্দিষ্ট নবী বা চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ নেই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ঋষি, মুনি, এবং দেবদেবী বিভিন্ন উপদেশ ও শিক্ষাদান করেছেন।

**৫. সার্বজনীনতাঃ**

ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম যা সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য।

**"আর আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"**

**(সূরা সাবা ৩৪:২৮)**

হিন্দুধর্ম মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম এবং এটি প্রধানত হিন্দু জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি সার্বজনীন ধর্ম নয়।

**৬. মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারঃ**

ইসলাম মানবাধিকারের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

**"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং ইনসাফের সাক্ষী হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেই যায়।"**

**(সূরা আন-নিসা ৪:১৩৫)**

হিন্দুধর্মের সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার মত বিভিন্ন বৈষম্যমূলক প্রথা রয়েছে। এসব প্রথা মানবাধিকারের পরিপন্থী এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে।

**৭. বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রমাণঃ**

কোরআনে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ইঙ্গিত রয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**"আমি শীঘ্রই তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি সত্য।"**
**(সূরা ফুসসিলাত ৪১:৫৩)**

হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা যুক্তিবিরোধী।

**৮. আধ্যাত্মিক প্রশান্তিঃ**

কোরআন ও ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিমরা আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। এটি একটি শান্তিপূর্ণ ও সুখী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

**"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"**
**(সূরা আর-রাদ ১৩:২৮)**

হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভের পদ্ধতিগুলো বেশি জটিল এবং কঠিন। এছাড়া, বিভিন্ন দেবতার পূজা এবং আচার-অনুষ্ঠানও অনেক সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

হিন্দুধর্মের বহুদেবতা, অবিকৃত ধর্মগ্রন্থের অভাব, জাতিভেদ প্রথা, পুনর্জন্ম ও কর্মফল, অব্যবস্থাপিত আচার-অনুষ্ঠান, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের অভাব, বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রমাণের অভাব এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জটিলতা এই ধর্মকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে না। ইসলাম, তার সরলতা, তাওহিদ, অবিকৃত কোরআন, মানবাধিকার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর এবং মুক্তির পথ প্রদর্শন করে।

## খ্রিস্টধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়ঃ

### ১. ঈশ্বরের একত্ববাদ বনাম ত্রিত্ববাদঃ

ইসলামের প্রধান ভিত্তি হলো তাওহিদ বা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।

অপরদিকে,

খ্রিস্টধর্মে ত্রিত্ববাদের ধারণা রয়েছে, যেখানে ঈশ্বর, যিশু এবং পবিত্র আত্মা একত্রে পূজিত হন। ত্রিত্ববাদের ধারণা জটিল এবং অনেক সময় তা বিভ্রান্তিকর।

বাইবেলে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ত্রিত্ববাদ একটি পরবর্তীকালের ধারণা, যা প্রথম কয়েক শতকে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক খ্রিস্টান পণ্ডিতও এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন।

ত্রিত্ববাদের ধারণা ঈশ্বরের একত্ববাদের পরিপন্থী। একটি ঈশ্বরের পরিবর্তে তিনটি সত্তার পূজা করা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং সরল ও সুস্পষ্ট বিশ্বাসের বিপরীত।

**২. কোরআনের অবিকৃততা বনাম বাইবেলের পরিবর্তনঃ**

কোরআন অবিকৃত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত গ্রন্থ।

বাইবেল অনেকবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং এতে বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে। মানবসৃষ্ট পরিবর্তনের ফলে বাইবেলের মূল বার্তা অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত হয়েছে।

একটি অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ ধর্মের মূল বার্তা এবং নির্দেশনা সঠিকভাবে বহন করতে সক্ষম হয়। বাইবেলের পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সংস্করণের উপস্থিতি খ্রিস্টধর্মের গ্রহণযোগ্যতায় প্রশ্নবিদ্ধ করে।

**৩. পাপমোচন বনাম ব্যক্তিগত দায়িত্বঃ**

খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে যিশু খ্রিস্ট মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। এই বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতাকে কমিয়ে দেয়।

আর,

ইসলামে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করবে।

**"প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কর্মের জন্য দায়ী।" (সূরা আত-তুর ৫২:২১)**

## ৪. সরল ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাঃ

ইসলাম শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

খ্রিস্টধর্ম প্রধানত আধ্যাত্মিক মুক্তির দিকে গুরুত্ব দেয় এবং সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিকগুলি তেমনভাবে তুলে ধরে না। ইসলামের সরল ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এটিকে খ্রিস্টধর্মের থেকে আলাদা করে।

## ৫. বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রমাণঃ

কোরআনে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ইঙ্গিত রয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাইবেলে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গেলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর সঠিকতা ইসলামের অলৌকিকতার প্রমাণ বহন করে।উদাহরণস্বরূপ, এমব্রিয়োলজি, মহাবিশ্বের সৃষ্টি, এবং পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত তথ্য কোরআনে রয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

## ৬. আধ্যাত্মিক প্রশান্তিঃ

খ্রিস্টধর্মে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভের পদ্ধতিগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি জটিল এবং অনেক সময় বিভ্রান্তিকর।

কোরআন ও ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিমরা আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। এটি একটি শান্তিপূর্ণ ও সুখী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

**৭. মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারঃ**

ইসলাম মানবাধিকারের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

খ্রিস্টধর্ম মানবাধিকারের উপর তেমন গুরুত্ব দেয় না। বিশেষ করে মধ্যযুগে খ্রিস্টান চার্চের অত্যাচার ও নির্যাতনের ইতিহাস মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের অভাব প্রমাণ করে। অন্যদিকে, ইসলামে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সমান অধিকার এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

খ্রিস্টধর্মের ত্রিত্ববাদের অসঙ্গতি, বাইবেলের পরিবর্তন, পাপমোচনের ধারণার অসঙ্গতি, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের অভাব, বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রমাণের অভাব এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জটিলতা এই ধর্মকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে না।

## ইহুদি ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়:

ইহুদি ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির মধ্যে একটি, যার অনুসারীরা তাওরাত (Torah) কে তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মানে। ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক মূসা (মোসেস) এবং এটি প্রধানত ইসরায়েল এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

**১. ধর্মের সীমাবদ্ধতা এবং সার্বজনীনতার অভাবঃ**

ইহুদি ধর্ম প্রধানত ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য এবং এটি সার্বজনীন ধর্ম নয়। ইহুদি ধর্মে একটি জাতিগত এবং ধর্মীয় জাতীয়তার মিশ্রণ রয়েছে, যা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সহজে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইহুদি ধর্মে জাতিগত প্রাধান্য ও বর্ণবাদী চিন্তা প্রচলিত রয়েছে। এটি মানবজাতির সমস্ত শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের জন্য গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। ইসলামের সার্বজনীনতা এবং সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া এটিকে ইহুদি ধর্মের থেকে আলাদা করে।

**২. তাওরাতের পরিবর্তন এবং অবিকৃত ধর্মগ্রন্থের অভাবঃ**

ইহুদি ধর্মগ্রন্থ তাওরাত (Torah) বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং এতে বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে। মানবসৃষ্ট পরিবর্তনের ফলে তাওরাতের মূল বার্তা অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত হয়েছে।

**কোরআনে বলা হয়েছে,**

**"তারা তাদের স্থান থেকে আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করে দেয়।"**
**(সূরা আল-বাকারা ২:৭৫)**

একটি অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ ধর্মের মূল বার্তা এবং নির্দেশনা সঠিকভাবে বহন করতে সক্ষম হয়। তাওরাতের পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সংস্করণের উপস্থিতি ইহুদি ধর্মের গ্রহণযোগ্যতায় প্রশ্নবিদ্ধ করে।

### ৩. নবী ইসা (আ:) (যিশু) এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রত্যাখ্যানঃ

ইহুদি ধর্ম যিশু খ্রিস্ট এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে নবী হিসেবে স্বীকার করে না। ইহুদিরা যিশুকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁকে মিথ্যা নবী বলে মনে করে।

ইহুদি ধর্মের নবীদের ধারাবাহিকতা এবং চূড়ান্ত নবীর স্বীকৃতি না দেয়া এটিকে একটি অসম্পূর্ণ ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলাম নবী ইসা এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে স্বীকৃতি দেয় এবং পূর্ণাঙ্গ নবীদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

### ৪. জাতিগত এবং ধর্মীয় বর্ণবাদঃ

ইহুদি ধর্মের একটি বড় অসঙ্গতি হলো এর জাতিগত এবং ধর্মীয় বর্ণবাদ। ইহুদি ধর্ম অনুসারে, শুধুমাত্র ইহুদি জাতির লোকেরা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি।

এই জাতিগত প্রাধান্য এবং বর্ণবাদ মানবজাতির জন্য সমান অধিকার এবং ন্যায়বিচারের বিপরীত। ইসলামে সমস্ত মানবজাতি সমান এবং আল্লাহর সামনে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য ইহুদি ধর্মকে গ্রহণযোগ্য করে না।

### ৫. আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিকের অসঙ্গতিঃ

ইহুদি ধর্ম প্রধানত আধ্যাত্মিক দিকের উপর গুরুত্ব দেয় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের দিকনির্দেশনা তেমনভাবে প্রদান করে না।

একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম হতে হবে। ইসলাম, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যা এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

### ৬. সরলতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ

ইহুদি ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় পদ্ধতিগুলি তুলনামূলকভাবে বেশি জটিল এবং অনেক সময় তা বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ইসলাম সরলতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং হাদিসের নির্দেশনা প্রমাণ করে যে, এটি একটি সহজবোধ্য এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ধর্ম।

ইহুদি ধর্মের সীমাবদ্ধতা, তাওরাতের পরিবর্তন, নবী ইসা এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রত্যাখ্যান, জাতিগত এবং ধর্মীয় বর্ণবাদ, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিকের অসঙ্গতি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এই ধর্মকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে না। ইসলামের সরলতা, অবিকৃত কোরআন, নবীদের ধারাবাহিকতা, সার্বজনীনতা, মানবাধিকার এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

## যে কারণে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়ঃ

### ১. একেশ্বরবাদ ও ঈশ্বরের ধারণাঃ

### বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের অনুপস্থিতি

বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা হয় না। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ নিজে কখনও ঈশ্বরের ধারণা প্রচার করেননি। তিনি মানব জীবনের দুঃখ-কষ্ট এবং তার মুক্তির উপায় নিয়ে বেশি আলোচনা করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাথমিক ধর্মগ্রন্থ “ত্রিপিটক” বা "তিপিটক" (Tripitaka) ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু বলে না।

## ২. পাপ ও পরিত্রাণঃ

### বৌদ্ধ ধর্মে পরিত্রাণের ধারণা

বৌদ্ধ ধর্মে পাপ এবং পরিত্রাণের ধারণা ইসলামের মতো সুনির্দিষ্ট নয়। বৌদ্ধ ধর্মে "নির্বাণ" হলো চূড়ান্ত মুক্তির অবস্থা, যেখানে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এটি অর্জনের পথ খুব কঠিন এবং জটিল।

## ৩. ধর্মগ্রন্থ ও শিক্ষার প্রসঙ্গঃ

### বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

বৌদ্ধ ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ “ত্রিপিটক”। যদিও এটি বৌদ্ধদের জন্য মূল্যবান, কিন্তু এতে এমন কোনো বাণী নেই যা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে বলে দাবি করা যায়।

## ৪. নবী ও নবুয়তের ধারাবাহিকতাঃ

### বৌদ্ধ ধর্মে নবীর ধারণা

বৌদ্ধ ধর্মে নবী বা রাসুলের কোনো ধারণা নেই। বুদ্ধ নিজে কখনও নিজেকে নবী বা ঈশ্বরের দূত হিসেবে দাবি করেননি।

## ৫. নৈতিকতা ও সামাজিক বিধানঃ

### বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিকতা

বৌদ্ধ ধর্মে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা খুবই সাধারণ এবং সমাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করে না।

বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এটি ঈশ্বরের ধারণা, পাপ ও পরিত্রাণের সহজ পদ্ধতি, নবুয়তের ধারাবাহিকতা এবং সুনির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থের অভাবের কারণে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

## ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়ঃ

আল্লাহ তায়ালার কাছে মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলাম। যারা ইসলামের বাহিরে অন্য কোন ধর্মকে দ্বীন  হিসেবে গ্রহণ করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত গবেষণা প্রবন্ধে আমরা বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত প্রধান চারটি ধর্ম নিয়ে এবং তাদের মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছি। আমরা দেখতে পাই হিন্দু ধর্ম ,খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইহুদি ধর্ম কোনটাই পূর্ণাঙ্গ না। কোন টাকেই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কোনটাই পুরোপুরি কিভাবে জীবন ব্যবস্থা হওয়া উচিত সেই বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যা ধর্মকে অনেক জটিল করে ফেলে। কোন ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো অবিকৃত নেই। বেশিরভাগই বিকৃত হয়ে গিয়েছে। অন্য ধর্মগুলো সার্বজনীন ধর্মও না। কারণ কোনটা কোন জাতিভেদে এসেছে কোনটা কোন দেশের জন্য এসেছে। কিন্তু ইসলাম সার্বজনীন পুরো বিশ্বের সবার জন্য ইসলাম এক ধর্ম। উপরোক্ত সবকিছু বিবেচনায় আমরা বুঝতে পারি যে অন্যান্য ধর্মগুলো গ্রহণযোগ্য কোন ধর্ম নয় , পরিপূর্ণ কোনো জীবন বিধান নয়। একমাত্র ইসলামই পরিপূর্ণ জীবন বিধান। যা পালন করে আমরা দুনিয়া এবং আখেরাতে সফল হতে পারি। অতএব এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। এবং আমাদের রবের কাছেও ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। তাই এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে ইসলাম ছাড়া আর অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।